দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... JAN. 20 2000
পৃষ্ঠা (৩) কলাম ৫-৭

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন চাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনের একটি দৃশ্য —ইত্তেফাক

এইতো কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান। একদল ভাগ্যবান শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পাসের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছে। সত্যি এ এক বিরল সৌভাগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করতে এমনিতেই লাগে অনেক বৎসর। তার উপর রয়েছে সার্টিফিকেট তোলার ঝুট-ঝামেলা। রেজিস্ট্রার ভবনের সংশ্লিষ্ট শাখায় ধর্ণা দিতে হয় দিনের পর দিন। মূর্খ কর্মচারীর ধমক খেতে হয়। আজ নয় কাল আসেন এই ধরনের হম্বিতম্বি না শুনে সার্টিফিকেট সহজেই তুলতে পেরেছেন এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা হাতে গোনা। এক পরিচিত তরুণের কথা জানি যে, তার সার্টিফিকেট তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মচারীকে ঘুষ দিয়েছিল। এরপরও সঠিক সময়ে সার্টিফিকেট পায়নি। এই বাস্তবতায় চ্যান্সেলরের হাত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণের সুযোগ মানেই পরম সৌভাগ্য। দেরীতে হলেও এইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সৌভাগ্য অর্জন করেছে। উন্নত দেশসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনেক গোছানো। কখন ক্লাস শুরু হবে, কখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, কখন বের হবে রেজাল্ট, কখন ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটি কাটাবে, কখন আয়োজন করা হবে শিক্ষা সফরের—যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষাবর্ষের এই ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে কখনই নড়চড় হয় না। শিক্ষা শেষে সার্টিফিকেট গ্রহণের দৃশ্যটা হয় বড় মধুর। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। গাউন পরিহিত অবস্থায় আনন্দমুখর পরিবেশে অনেক মানুষের সামনে সার্টিফিকেট গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের বুক গর্বে ফুলে যায়। এইসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বাবা-মা অথবা আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বাংলাদেশের অনেক ছেলে-মেয়ে বিদেশে পড়াশুনা করে। বাংলাদেশ থেকেও অনেক বাবা-মা সন্তানের সার্টিফিকেট গ্রহণের আন্দমুখর দৃশ্য দেখার জন্য বিদেশে যান। বিদেশের বিভিন্ন কলেজে সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য ধর্ণা দিতে হয় না। নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিলেই সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় চলে আসে সার্টিফিকেট। অনেক প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেটের সাথে গিফটও পাঠায়।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের ভাগ্যই অন্যরকম। কখন ক্লাশ শুরু হবে, কখন পরীক্ষা শেষ হবে, কখন ফল প্রকাশ হবে তা কেউ জানে না। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পড়াশুনা শেষ করার পদক্ষেপ নিয়েও পারেনি। রাজনৈতিক অবরোধ, হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচী প্রতিনিয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নেতাদের অনেকেই ক্লাশে সময় না দিয়ে ব্যস্ত থাকেন ছাত্র রাজনীতির জন্য মিছিলে-মিটিং-এ। বছরের পর বছর পরীক্ষা না দিয়ে, ক্লাসের সাথে সম্পর্ক না রেখে অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল দখল করে রাখছেন। এজন্য কেউ কিছু বলেন না। এমন দুর্ভাগ্য আমাদের বাচ্চাদের পরীক্ষা চলাকালেও দেশে হরতাল হয়। শিক্ষা সফরের আনন্দ বিনোদন গ্রহণের সুযোগ পান না অনেক ছাত্র-ছাত্রী। তবুও চলছে মেধার প্রতিযোগিতা। কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের ছেলে-মেয়েরা অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করছে। তবুও কাটছে না হতাশা। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। থার্টি ফাস্টের ন্যাক্কারজনক ঘটনায় ক্যাম্পাস হয়েছে কলংকিত। গুটি কয়েক নষ্ট তরুণের অন্যায় কর্মকাণ্ডের দায়ভার কাধে নিতে হচ্ছে গোটা তরুণ সমাজকে। তরুণ বন্ধুরা আসুন সংগঠিত হই। শিক্ষা জীবনের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়ে অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলি। শিক্ষা শেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্টিফিকেট গ্রহণের দুর্লভ সুযোগের প্রত্যাশায়। আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।

❑ রেজানুর রহমান